



48999 - ইতিকাফেরে হুকুম ও ইতিকাফ শরয়া বিধান হওয়ার পক্ষে দলিল

প্রশ্ন

ইতিকাফেরে হুকুম কী?

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলেরে ভিত্তিতে ইতিকাফ শরয়া বিধান।

কুরআনেরে দলিল হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশে করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সজেদাকারীদেরে জন্য পবতির রাখ।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১২৫]

এবং আল্লাহর বাণী: “আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদেরে সাথে যত্নকর্ম করো না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদিসেরে দলিল: এ সংক্রান্ত অনেকে হাদিস রয়েছে। যমেন আয়শো (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহা ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসেরে শেষে দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করছেন।”[সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

ইজমা: একাধিক আলমে ইতিকাফ শরয়া বিধান হওয়ার পক্ষে ইজমা উদ্ভূত করছেন; যমেন- ইমাম নববী, ইবনে কুদামা ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ।[দখুন: আল-মাজমু (৬/৪০৪), আল-মুগনি (৪/৪৫৬), শারহুল উমদা (২/৭১১)।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (১৫/৪৩৭) বলেন:

“কোন সন্দেহে নই ইতিকাফ আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে একটি মাধ্যম। ইতিকাফ রমযান মাসে পালন করা অন্য সময়ে পালন করার চয়ে উত্তম...। এটি রমযান মাসে ও অন্য সময়ে পালন করা শরয়িতসম্মত।”[সংক্ষপেতি]

দুই:



ইতকিফরে হুকুম: ইতকিফরে মূল বধিান হচ্ছ- এটি সুন্নত; ওয়াজবি নয়। তবে, কটে মানত করলে তার উপর ওয়াজবি হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন আনুগত্য পালন করার মানত করে সে যনে সেই আনুগত্য আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে সে যনে আল্লাহর অবাধ্য না হয়।”[সহি বুখারী (৬৬৯৬)]

এবং যহেতে উমর (রাঃ) বলছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহলে যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতকিফ করার মানত করছি। তিনি বললেন: “তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।”[৬৬৯৭]

ইবনুল মুনযরি তাঁর ‘আল-ইজমা’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫৩) বলেন:

আলমেগণ ইজমা করছেন যে, ইতকিফ সুন্নত; ফরয নয়। তবে কটে যদি মানত করে নিজের উপর ফরয করে নিয়ে তাহলে ফরয হয়।”[সমাপ্ত]

দখুন: ড. খালদে আল-মুশাইকহি এর ‘ফকিহুল ইতকিফ’ পৃষ্ঠা- ৩১